১৩-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা - "পবিত্রতা ছাড়া ভারত স্বর্গ হতে পারে না, তোমাদের জন্য এই শ্রীমৎ যে গৃহস্থ জীবনে থেকেও পবিত্রতার আদর্শ পালন করো , দু'দিকই সামলাও"

প্রশ্নঃ- অন্যান্য সৎসঙ্গ বা আশ্রমের তুলনায় এখানের কোন্ প্রথাটি অতুলনীয়।

উত্তরঃ- ওই সব আশ্রমে মানুষেরা গিয়ে থাকে, ভাবে উত্তম সঙ্গ, ঘর পরিবারের ঝামেলা নেই। এম অবজেক্টও কিছু নেই। কিন্তু এখানে তোমরা জীবন্মৃত হও। তোমাদের ঘর পরিবার ছাড়তে বলা হয় না । বাড়িতে থেকেই তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে, রুহানি সেবা করতে হবে । এই প্রথা অন্যান্য সৎসঙ্গে নেই।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । বাচ্চারা জানে যেহেতু বাবাই বোঝান তাই বার - বার শিব ভগবানুবাচ বলতে ভালো লাগেনা। যারা গীতা পাঠ শোনায় তারা বলবে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। সে (কৃষ্ণ) তো এখান হয়েই গেছে । বলে কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিলো , রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। এখানে তোমরা বাচ্চারা বোঝো, শিববাবা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান, আর কোনো সৎসঙ্গ নেই যেখানে রাজযোগ শেখানো হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজাদের রাজা বানাই। ওরা কেবল বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচঃ মনমনাভব। কখন বলেছিলো ? কেউ বলে ৫ হাজার বছর আগে কেউ বলে খৃষ্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে। ২ হাজার বছর আগে বলে না, কেননা মধ্যের এক হাজার বছরে ইসলাম ও বৌদ্ধরা এসেছিলো। তাহলে খৃষ্টের 3 হাজার বছর আগে সত্যযুগ ছিলো এটা প্রমাণ হয়ে যায়।আমরা বলি আজ থেকে 5 হাজার বছর আগে গীতার বাণী শোনাতে ভগবান এসেছিলেন এবং দেব-দেবীদের ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এখন পাঁচ হাজার বছর পর পুনরায় তাঁকে আসতে হয়েছে। এটা হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। বাচ্চারা জানে বাবা এই ভাবে বোঝাচ্ছেন। দুনিয়াতে অনেক ধরণের সৎসঙ্গ আছে, যেখানে মানুষ যায়। কেউ যদি আশ্রমে গিয়ে থাকেও, বলে না যে মা - বাবার কাছে ফিরে যাই বা তাদের কাছ থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, না । কেবল সঙ্গটাই ভালো মনে করে। সেখানে ঘর গৃহস্থের কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু কোনো এম অবজেক্টও নেই। এখানে তোমরা বলো আমরা মাতা পিতার কাছে এসেছি। এটা হলো তোমাদের জীবন্মৃত অবস্থা। ওখানে লোকেরা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করে। তাই ওখানে গিয়ে গৃহস্ত জীবন যাপন আরম্ভ করে। এখানে সেরকম প্রথা নেই যে বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বসবাস করতে হবে, এটা হতে পারে না। এখানে গৃহস্থ জীবনে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হয় । কুমারী হোক বা অন্য কেউ, সকলকে বলা হয় গৃহে বাস করেও প্রতিদিন এখানে জ্ঞানামৃত পান করতে এসো। জ্ঞান বুঝে অন্যকে বোঝাও।

দুকূলই রাখো। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত দুদিকেই কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। শেষ কালে এখানে থাকো বা ওখানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বলে রামও গেলো রাবণও গেলো (রাম, রাবণ এবং তাদের সমগ্র কুটুম্ব পরিবার একে একে চলে গেছে, চিরদিন কেউ এখানে থাকার জন্য আসে না) .....অর্থাৎ কিনা সকলকে এখানে এসে থাকতে হবে তার মানে নেই। এখানে তো তারাই এসে থাকে যাদেরকে বিকারী বিষের জন্য বাধ্য করা হয়। কন্যাদেরও বাড়িতেই থাকতে হবে। আত্মীয় পরিজনদের সেবা (লৌকিক এবং অলৌকিক) করতে হবে। সমাজসেবক তো অনেক

আছে। গভর্নমেন্টের পক্ষে এতজনকে নিজের সংরক্ষণে রাখা সম্ভব নয়। তারা নিজেদের গৃহস্থ জীবন যাপন করে। কিছু না কিছু সেবাও করে। এখানে তোমাদের রুহানি সেবা করতে হবে। গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, যখন বিকার চরিতার্থ করার জন্য ভীষণ নির্যাতন করে তখন এসে ঈশ্বরীয় শরণ নেয়। এখানে বিষের (বিকারের) জন্য মেয়েরা খুব নির্যাতিত হয়, অন্য কোথাও এইধরণের ঘটনা ঘটেনা। এখানে পবিত্র থাকতে হয়। সরকারও পবিত্রতা চায়। কিন্তু গৃহস্থ জীবন যাপন করেও পবিত্রতা বজায় রাখা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারাই সম্ভব। এটা এমন এক সময় যে সরকারও চায় যাতে জনসংখ্যাও যাতে বেশি বৃদ্ধি না পায়, কারণ দারিদ্র খুব বেশি। তাই চায় যে ভারতে পবিত্রতা থাকুক এবং বেশি সন্তানাদির জন্ম না হোক।

বাবা বলেন – বাচ্চারা পবিত্র হও, তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এই কথাটা তাদের বুদ্ধিতে আসেনা। ভারত আগে পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র হয়েছে। সব আত্মারা নিজেরাও পবিত্র হতে চায়। এখানে দুঃখ অনেক। বাচ্চারা তোমরা জানো যে পবিত্রতা ছাড়া ভারত স্বর্গ হতে পারে না। নরকে দুঃখ আছেই। নরক তো এমন কোনো জায়গা নয়।যেমন গরুড় পুরাণে দেখানো হয়েছে বৈতরণী নদী, যেখানে মানুষ হাবুডুবু খায়। এমন তো কোনো নদী নেই যেখানে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। সাজা গর্ভ কারাগারেই হয়। সত্যযুগে গর্ভ কারাগার হয় না, সেখানে কোনো সাজা নেই। গর্ভ প্রাসাদ হয়। এই সময় পুরো দুনিয়াটাই এক জীবন্ত নরক, যেখানে মানুষ দুঃখী এবং রোগী, একে অন্যকে দুঃখ দিতে থাকে। স্বর্গে এসব কিছু হয় না। বাবা বোঝান, আমি তোমাদের বেহদের পিতা। আমি রচয়িতা অতএব অবশই স্বর্গের নতুন দুনিয়ার রচনা করবো। স্বর্গের জন্য আদি সনাতন দেব – দেবীদের ধর্ম রচনা করবো। বলে – তুমিই মাতা –পিতা.....প্রতি কল্পে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ –শাস্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্যের রহস্য বোঝাচ্ছেন। সম্পূর্ণ আশিক্ষিতদের পড়াচ্ছেন । তোমরা বলতে না! হে ভগবান এসো। পতিতরা তো ওখানে যেতে পারবে না। তাহলে পবিত্র করার জন্য এখানে আসতেই হবে । বাচ্চারা তোমাদের স্মরণ করাচ্ছেন, কল্পের আগেও রাজযোগ শিখিয়েছেন । জিজ্ঞেস করা হয় এর আগে কখনো এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে ? বলা হয় – হ্যাঁ ৫ হাজার পূর্বেও আমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলাম। এই কথাগুলি নতুন। নতুন যুগ, নতুন ধর্ম পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। ঈশ্বর ছাড়া এই দৈবী ধর্ম কেউই স্থাপন করতে পারে না। ব্রহ্মা ,বিষ্ণু, শঙ্করও পারবে না। কারণ তারা নিজেরাই রচিত। স্বর্গের রচয়িতা, মাতা পিতার প্রয়োজন। তোমাদের এখানে গভীর সুখও চাই। বাবা বলেন আমিও রচনা করি। তোমাদেরকেও ব্রহ্মার মুখ দ্বারা আমিই রচনা করেছি। আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজস্বরূপ। কেউ যতই বড়ো সাধু – সন্ত হোক কারো মুখের দ্বারা এটা বেরোবে না। এগুলো হল গীতার শব্দ । কিন্তু যে বলেছে, একমাত্র সে-ই বলতে পারে। দ্বিতীয় কেউ এটা বলতে পারবে না। অন্তর এই যে নিরাকারের পরিবর্তে কৃষ্ণকে ভগবান বলে দেয় , বাবা বলেন আমি পরমধামে থাকা নিরাকার পরমাত্মা এবং মনুষ্য সৃষ্টির বীজস্বরূপ। তোমরাও বুঝতে পারো। সাকার মানুষ নিজেকে বীজরূপ বলতে পারে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও বলতে পারে না। এটা তো জানাই আছে, সকলের রচয়িতা হলেন শিববাবা। আমি দৈবী ধর্মের স্থাপনা করছি। এটা বলারও কারো ক্ষমতা নেই। যতই নিজেকে কৃষ্ণ বলুক, ব্রহ্মা বলুক, শংকর বলুক। ....অনেকে নিজেকে অবতারও বলে থাকে, কিন্তু সব মিথ্যে। এখানে এসে যখন শুনবে, তখন ভালো করে বুঝতে পারবে যে পিতা হলেন এক এবং অবতারও সেই এক। উনি বলেন আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এ কথা বলারও কারো সাহস নেই। ৫ হাজার বছর পূর্বে গীতার ভগবান শিববাবা বলেছিলেন, যিনি আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন এবং এখন সেটাই করছেন। গীতও আছে

মশাদের মতো আত্মারা গেছে। অতএব বাবা গাইড হয়ে এসে সকলকে মুক্ত করেন। এখন কলিযুগের শেষ, এরপর সত্যযুগ আসবে, তাই বাবা এসে সকলকে পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবে। এই ধরনের কিছু শব্দ বা বাক্য গীতাতে আছে। তারা মনে করে এই ধর্মের জন্য শাস্ত্র তো চাই, না! তাই গীতা শাস্ত্র তৈরী করেছে। সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি নম্বর ওয়ান মা হল গীতা। কিন্তু নাম পাল্টে দিয়েছে। এই মুহূর্তে যা মঞ্চস্থ হচ্ছে সেটা বাবা থোড়াই দ্বাপরে লিখবেন!
গীতা পুনরায় একই রকম হবে। নাটকে এই গীতাই আত্মস্থ হয়ে আছে। যেমন কিনা বাবা মানুষদের দেবতায় রূপান্তরিত করছেন ,সেরকমই শাস্ত্রও কেও পরে বসে লিখবে। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র হবে না। বাবা বসে সব বাচ্চাদের চক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন। তোমরা ভাব আমরা এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। আদি সনাতন ধর্ম, দেব -দেবী ধর্মধারীরাই ম্যাক্সিমাম ৮৪ জন্ম নেয়। অন্য মানুষের তো পরে বৃদ্ধি হয়। তারা মোটেই এতো জন্ম নেবে না। বাবা এই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে এই সব বোঝাচ্ছেন । এই যে দাদা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা), যার শরীর আমি ধার নিয়েছি, তিনিও নিজের জন্ম রহস্য জানতেন না। ইনি হলেন ব্যক্ত -প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আর উনি অব্যক্ত। যদিও দু'জনেই একই। তোমরাও এই জ্ঞানের দ্বারা সুক্ষ্মলোকনিবাসী ফরিস্তা তৈরী হচ্ছ । সুক্ষলোকনিবাসীদের ফরিস্তা বলা হয় কারণ তাদের হাড়- মাংস হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করদের হাড় -মাংস নেই তাহলে তাদের ছবি কি করে বানানো হবে। শিবেরও ছবি বানায়। কিন্তু তিনি তো ষ্টার। তাঁরও রূপ নির্মাণ করা হয়ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর হলেন সুক্ষ্ম। যেমন মানুষের ছবি তৈরী করে, সেরকম শঙ্করের বানাতে পারে না কেননা তাঁর হাড় -মাংসের শরীরই নেই। আমি তো বোঝানোর জন্য এইরকম স্থূল চিত্র বানাই,কিন্তু তোমরা দেখো যে সে সুক্ষ্ম। আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা ,তোমাদের সকলকে মাতা -পিতা, পরমপিতা ও বাবার ভালোবাসা ও গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতার অলৌকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

রাত্রিকালীন ক্লাস -১৩-৭-৬৮

মানুষ দুটি জিনিস অবশই চায়। এক হলো শান্তি এবং দ্বিতীয় হল সুখ। বিশ্বের শান্তি বা নিজের শান্তি। বিশ্বের জন্য বা নিজের জন্য সুখের জন্যই মানুষের আকাঙ্খা। তাহলে জিজ্ঞেস করতে হয় এখন যদি শান্তি চায় তাহলে নিশ্চয় আগে কখনো শান্তি ছিলো। কিন্তু সেটা কবে কখন ছিল, অশান্তি হলই বা কেন, এটা কেউ জানেনা কেননা ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। বাচ্চারা তোমরা জানো এবং শান্তি ও সুখের জন্য খুব ভালো পথ দেখাও। তারা খুব খুশি হয়। কিন্তু যখন শোনে পবিত্র থাকতে হয়, হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই বিকার হলো সকলের শত্রু, আবার সকলের প্রিয়ও। বিকার ছাড়তে বললে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। এর নামই হল বিষ। কিন্তু তবুও ছাড়েনা। তোমরা কত চেষ্টা করতে থাকো, কিন্তু তাও তারা হার মেনে নেয় । পুরো ব্যাপারটাই হল পবিত্রতার। এতে অনেকে ফেল করে যায়। কোনো কন্যা দেখল তো আকর্ষণ অনুভব করে, ক্রোধ, লোভ বা মোহের আকর্ষণ হয় না। কামই হল মহাশত্রু। এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করা, মহাবীরের কাজ। দেহ-অভিমানের পরে প্রথমে যেটা আসে, তা হল কামই । এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। যারা পবিত্র তাদেরকে অপবিত্র কাম মানুষেরা প্রণাম জানায়। বলে আমরা বিকারী, আপনি নির্বিকারী। এমন বলে না যে আমরা ক্রোধী, লোভী ইত্যাদি। পুরোটাই বিকারের ব্যাপার। বিবাহও করে বিকারের জন্য, বাপ মায়েরাও ছেলে মেয়ের বিবাহের নিয়ে চিন্তিত থাকে । বড়ো হয়ে গেলে পয়সাও দেবে, বিকারের দিকেও যাবে।

বিকারে না গেলে ঝামেলা লেগে যাবে। বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে এরা (দেবতারা) সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন । তোমাদের কাছে এম অবজেক্ট সামনে আছে । তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজাদেরও রাজা হতে হবে । চিত্র সামনেই আছে ।

এটাকে সৎসঙ্গ বলা হয় না । পাঠশালা। সৎসঙ্গ তো সেখানে নেই। সত্যিকারের সৎসঙ্গ, সত্যের সঙ্গ তখন হয় যখন সামনে বসে রাজযোগ শেখানো হয় । সত্যের সঙ্গ চাই । উনিই গীতা অর্থাৎ রাজযোগ শেখান । বাবা কোনো গীতা শোনান না । মানুষ ভাবে যেহেতু নাম গীতাপাঠশালা তাই ওখানে নিশ্চয় গীতা পাঠ হয় । এত টান তার প্রতি । এটাই হল সত্যিকারের গীতাপাঠশালা, যেখানে এক সেকেন্ডে সদগতি, হেল্থ, ওয়েল্থ এবং হ্যাপিনেস পাওয়া যায়। তাহলে জিজ্ঞেস করুক সত্যিকারের গীতাপাঠশালা কেন লেখা হয় ? কেবল গীতাপাঠশালা লেখাটাই কমন হয়ে যায় । সত্যিকারের শব্দটি চোখে পড়লে আকর্ষণ হতে পারে যে তাহলে কোথাও মিথ্যেও থাকতে পারে! তাই সত্যিকারের শব্দটি লিখতে হয় । সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া এবং কলিযুগকে পতিত দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগে এরা পবিত্র ছিল । কি করে তা হতে হয় তাই শেখানো হচ্ছে, বাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা পড়াচ্ছেন । আর তা না হলে পড়াবেনই বা কি ভাবে! এই যাত্রার বিষয়ে তারাই বুঝতে পারবে যারা আগের কল্পেও বুঝেছিল। ভক্তি মার্গের পাঁকে ফেঁসে আছে। ভক্তির চাকচিক্য খুব বেশি। কিন্তু এটা কোনো ব্যাপারই নয়। কেবল স্মৃতিতে রেখো –এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। পবিত্র হয়ে যেতে হবে। এবং তার জন্য স্মরণে থাকতে হবে । যে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানায়, তাঁকে স্মরণ করতে পারবে না ? আসল কথা এটাই। সকলেই বলে এতেই পরিশ্রম আছে। বাচ্চারা ভালো ভাষণ দেয়, কিন্তু যোগ যুক্ত থেকে বোঝালে আরো ভালো প্রভাব পড়বে। স্মরণের দ্বারা তোমরা শক্তি পাও। সতোপ্রধান হলে সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হবে।স্মরণ কে কি ধ্যান করা বলবে ? আধ ঘন্টা ধ্যানে বসে ছিলাম, এটা ভুল। বাবা শুধু বলেন স্মরণে থাকো। সামনে বসে শেখানোর প্রয়োজন নেই। বেহদের বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো কেননা তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান দেন। স্মরণে থাকলে খুশির পারদ চড়তে থাকে। অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়। বাবা বলেন তোমাদের এই জীবন অত্যন্ত মূল্যবান, একে সুস্থ রাখবে। যত বাঁচবে ততই ঐশ্বর্যশালী হবে। তখনই সম্পূর্ণ খাজানা প্রাপ্ত হবে, যখন আমরা সতোপ্রধান হব । মুরলী থেকেও শক্তি পাবে। তলোয়ারে যেমন ধার থাকে! তোমাদের মধ্যেও যখন স্মরণের ধার পড়বে, তখন তলোয়ার ধারালো হবে। জ্ঞানে এত ধার থাকে না তাই কারো উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। পুনরায় তাদের কল্যাণের জন্য বাবাকে আসতে হয়। যখন তোমরা স্মরণকে শক্তিশালী করবে তখন আচার্য, বিদ্বান ইত্যাদিদের ভালো তীর লাগবে। তাই বাবা বলেন চার্ট রাখো। অনেকে বলে বাবাকে তো স্মরণ করি কিন্তু মুখ সরে না (বোঝানোর জন্য)। বাচ্চারা তোমরা স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আচ্ছা – বাচ্চাদেরকে গুড নাইট।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাড়িতে থেকেও অলৌকিক সেবা করতে হবে। পবিত্র হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে।

২) এই জীবন্ত নরকে থেকেও বেহদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবে না ।

বরদান :- একমাত্র 'বাবা' শব্দের স্মৃতির দ্বারা দুর্বলতা শব্দের সংহারকারী সমর্থ আত্মা ভব

যখন কোনো দুর্বলতার বর্ণনা করো, তা সংকল্পের হোক, কথার হোক বা স্বভাব সংস্কারের, তো এটাই বলে থাকো যে আমার নিজের চিন্তা ধারা এটাই বলে বা আমার সংস্কারই এরকম। কিন্তু যা বাবার সংকল্প তাই আমারও। সমর্থের লক্ষণই হল বাবার সমান । তো সংকল্প,বাণী এবং প্রত্যেকটি কাজেই বাবা শব্দ যেন ন্যাচারাল হয় এবং কর্ম করতে -করতে, করাবনহারের (যিনি করানোর মালিক) স্মৃতি থাকলে বাবার সামনে মায়া অর্থাৎ দুর্বলতা আসতে পারবে না।

স্লোগান :- যে গাম্ভীর্যের বৈশিষ্ট ধারী, সে সব কাজে স্বতঃ সিদ্ধি প্রাপ্ত করে।